আসল ব্যাংকনোট চিনে নিন

১ জলছাপ:

আসল নোটে ‘বাঘের মাথা’ এবং ‘বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম’ এর জলছাপ রয়েছে। ব্যাংকের মনোগ্রামটি বাঘের মাথার চেয়ে বেশী উজ্জ্বল। উভয়ই আলোর বিপরীতে দেখা যাবে। তবে নকল নোটে জলছাপ অস্পষ্ট ও নিম্নমানের লক্ষ্য করা যাবে।

২ অসমতল ছাপা:

বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা যা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে উঁচু-নীচু বা অসমতল অনুভূত হয়; কিন্তু নকল নোটের ছাপা মসৃণ ও সমতল যা আসল নোটের মত হাতের স্পর্শে অসমতল বা উঁচু-নীচু মনে হবে না।

৩ অন্ধদের জন্য বিন্দু:

বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা তিনটি ছোট বৃত্ত রয়েছে যা হাত দিয়ে সহজেই অসমতল বা উঁচু-নীচু অনুভব করা যায়। কিন্তু নকল নোটে তা আসল নোটের মত অসমতল বা উঁচু-নীচু মনে হবে না।

৪ রং পরিবর্তনশীল কালি:

বর্তমানে ১০০ টাকা মূল্যমানের প্রমিতাকারের (ছোট আকারে) রং পরিবর্তনশীল কালি (OVI) দ্বারা মুদ্রিত দুই ধরনের নোট প্রচলনে আছে। তন্মধ্যে এক ধরনের নোটে **‘100’** লেখার উপর সরাসরি তাকালে সোনালী রং এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে। অন্য ধরনের প্রমিতাকারের ১০০ টাকা নোটের **‘100’** লেখার উপরের অংশে সরাসরি তাকালে মেজেন্টা (লালচে রং) এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে। কিন্তু নকল টাকায় এভাবে রং পরিবর্তন হবে না।

নোটের সাইজঃ ১৫২ x ৬৫ মিলিমিটার

৫ এপিঠ-ওপিঠ ছাপা:

নোটের বাম ও ডান প্রান্তে ফুলের নকশা নোটের উভয় পিঠে হুবহু একই স্থানে ছাপানো যা আলোর বিপরীতে দেখা যাবে। নকল বা জাল নোটে উভয়দিকে এই নকশা মেলানো বেশ কঠিন হবে।

৬ উভয়দিক হতে দেখা:

নোটের উভয় দিকে একই স্থানে স্বচ্ছভাবে 'B' আকৃতি আছে যা আলোর বিপরীতে হুবহু একই জায়গায় ছাপা দেখা যাবে। নকল টাকায় এরূপ মুদ্রণ বেশ কঠিন হবে।

৭ অতি ছোট আকারের লেখা:

‘BANGLADESH BANK’ লেখাটি অতি ছোট আকারে বারবার লেখা আছে যা খালি চোখে দেখা যাবে না। শুধু আতশী কাচ (Magnifying glass) দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাবে। তবে নকল নোটে আতশী কাচ (Magnifying glass) দ্বারা দেখলে শুধু একটি রেখা দেখা যাবে; আসল টাকার মত এত ক্ষুদ্র ‘BANGLADESH BANK’ লেখাটি পাওয়া যাবে না।

৮ রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা:

৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতাটি সামনের দিকে ফোঁড় কেটে সেলাই করার মত রয়েছে কিন্তু পিছনের দিকে সুতাটি কাগজের ভিতরে অবস্থিত। নোটটি নাড়াচাড়া করলে সুতায় বিভিন্ন রং এর পরিবর্তন হবে। আলোর বিপরীতে উভয়দিক হতে সুতাটিতে ‘বাংলাদেশ’ লেখা শব্দটি উল্টা ও সোজাভাবে সম্পূর্ণ পড়া যাবে। কিন্তু নকল নোট নাড়াচাড়া করলে সুতার রং আসল নোটের মত পরিবর্তন হবে না এবং সুতায় লেখা ‘বাংলাদেশ’ শব্দটি আলোর বিপরীতে সম্পূর্ণভাবে দেখা যাবে না বা পড়া যাবে না।

৯ লুকানো ছাপা:

এখানে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় ‘১০০’ মুদ্রিত আছে যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কৌণিকভাবে তাকালেই দেখা যাবে। নকল নোটে এরূপ দেখা যাবে না।

১০ সীমানা-বর্জিত ছাপা:

নোটটির চারিদিকে কোন সাদা বর্ডার না রেখে বিশেষ ডিজাইনে ছাপানো। ফলে নোটটি মোড়ানো হলে বিপরীত দিকের প্রান্তের নকশা মিলে পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে। নকল নোটে এরূপ মিলানো বেশ কঠিন হবে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক